SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

ESTD: 2000 College Code: 119

Saltora, District: Bankura, West Bengal: 722158

[Bankura University]

Subject: Political Science

2nd Sem Internal Examination

NAME: DIYA ROY

PAPER: C4

ROLL NO: 688

A Project Report On: "Political Process in India"

ভারতের নির্বাচনী আচরণ :-

(India's Electoral Behaviour)

যে-কোনো দেশের নির্বাচনী আচরণকে বিচার-বিশ্লেষণ করা একটি জটিল ব্যাপার, কারণ ভোটদাতারা কীভাবে তাঁদের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কোন কোন বিষয় তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তা বলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে অনেকগুলি উপাদান কাজ করে এবং তাদের ঠিকমতো তুলে ধরা একটি কঠিন কাজ, তাও আবার ভারতের মতো একটা দেশে, যেখানে অনেক বিষয়ই অন্যান্য দেশের সঙ্গে মেলে না — যেমন বিপুল সংখ্যক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাধুসন্তদের ধর্মীয় প্রভাব, ইমাম-মোল্লাদের ফতোয়া, জ্যোতিষ অলংকারদের পূর্বাভাস, প্রচারে চিত্রতারকাদের উপস্থিতি নেতাদের প্রতিশ্রুতি নির্বাচন রাজনৈতিক হিংসা, বুথ দখল, কারচুপি, ভোটারদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও টাকার খেলা, বলপ্রয়োগ, হিংসা, বিজয় মিছিল, আবির খেলা ইত্যাদি। বস্তুত নির্বাচনকে ঘিরে এত উত্তেজনা ও জেতার পর এত উৎসব ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটা আলাদা মাত্রা জুগিয়েছে। নির্বাচকরা এখানে কেবল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন না। জাতি, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থ, রাষ্ট্রনেতার ভাবমূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এখানকার ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা হল।

৯. ধর্মীয় প্রভাব : ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তৎসত্ত্বেও প্রধান করে নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে অন্যতম নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. জাতপাত : ভারতবর্ষে নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, স্বাধীনতা লাভের আগে জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি সবিশেষভাবে একে অপরের থেকে আলাদা ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে, ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বসাধারণের হাতে এসেছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস (M.S. Srinivas) তাঁর Caste in Modern India গ্রন্থে বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা যে হারে জনসাধারণের হাতে এসেছে, সেই অনুপাতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ ঘটেছে। ভারতের নাগরিকদের বিপুল অংশ তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত, এর আগে পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরা তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু যেদিন থেকে এদের হাতে ভোটাধিকার এল সেদিন থেকেই রাজনীতিতে এদের গুরুত্ব বেড়ে গেল, কারণ নির্বাচনী লড়াইতে জয়লাভ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে এই শ্রেণির মানুষদের একান্ত প্রয়োজন।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নজাতিভুক্ত ভোটারগন কোনো দলের অনুগ্রহপ্রার্থী নয়; বরং রাজনৈতিক দলগুলিই তাদের অনুগ্রহ--প্রার্থীতে পরিণত হল। ক্ষমতার উৎস পরিবর্তিত হল। দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচারকার্য, জাতিভিত্তিক দলগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতপাত ও রাজনীতির মধ্যে গভীর যোগাযোগ ক্রমশ সুনিশ্চিত হতে থাকল। সংবিধান ও নির্বাচনী আইনে জাতের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত হওয়ার ফলে রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত প্রথম থেকেই জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় নির্বাচনী লড়াই দুটি জাতের লড়াইয়ে পরিণত হয়। কর্নাটকে লিঙ্গায়েত ও ভক্কালিগা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জাঠ, রাজপুত, ঠাকুর, ভূমিহার, যাদব প্রভৃতি জাতগুলিকে সংগঠিত করে দলগুলি নির্বাচনে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেছে। এইরকমভাবে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালায় জাতিভিত্তিক রাজনীতি গড়ে উঠেছে।

— o —

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

INTERNAL ASSESSMENT - 2022-23

B.A. 2nd SEMESTER (HONOURS)

Subject : Political Science (Honours)

Course ID : 40805

Course Code : AH/PLS-405/SEC-2

Course Title : Democratic Awarness with legal literacy

Name of the Student : Banalata Thandar

Semester : IV

UID NO : 21191108004

Class Roll No : 149

Saltora Netaji centenary college

Internal Assessment - 2022-23

Subject - Political science 4th semester

Name - Banalata Thandar

Roll No - 149

course title - Democratic Awareness with Legal Literacy

course code - AHPLS - 405 / SEC - 2

Date - 24/5/23

Mb - 8339150379

(ঘ) ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করনের জন্য প্রচলিত আইনী ব্যবস্থা।

=> ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত সাম্যের অধিকার:- মূল ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় ১২-৩৫ নং ধারাগুলিতে ৭ প্রকার মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। যথা- ① সাম্যের অধিকার, ② স্বাধীনতার অধিকার, ③ শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার, ④ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ⑤ সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, ⑥ সম্পত্তির অধিকার ⑦ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের বাদ দিয়ে একটি সাধারণ অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ৬ প্রকার মৌলিক অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার:- যে সমস্ত অধিকার ও যার ভিত্তি করে জনগণ সমানভাবে সুবিধা ভোগ করতে পারে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাম্য। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নং ধারাগুলি সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অথবা আইন

কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার' থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারটি মার্কিন সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুব্বা রাও-এর মতে, প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক। প্রথমটিতে বিশেষ সুযোগসুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টিতে আইনের সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' এই নীতিটি ব্রিটেনের প্রথাগত আইন এবং ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতি অনুকরণে রচিত। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় অনুমান হল, কোনো ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন দরিদ্র নাগরিক, সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন আইনের চোখে কোনো ব্যক্তিই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। সংবিধানে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' নীতির ব্যতিক্রমগুলি কতিপয়ের কথা বলা হয়েছে, যথা:

① রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালগণ নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাজ করবেন, তার জন্য তাঁরা কোনো আদালতের কাছে দায়বদ্ধ নন।

② স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না।

③ এমনকি স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালগণের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করতে দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়।

④ বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ ভারতে থাকাকালে কোনো অপরাধ করলে ভারতীয় আদালত অভিযুক্ত করতে পারবে না।

⑤ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসনবিভাগীয় বিচার বিশেষ আদালতে বিরোধী মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়,

(১) যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না বা অন্যান্য বন্দিদের মতো সুযোগসুবিধাও পান না।

আইনের কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার:- বলতে বোঝায় আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে এবং সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে এবং রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক আইনের মধ্যে নাগরিকগণ একই রকমের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। অবশ্য রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে যুক্তিসংগত শ্রেণী বিভাজনের ব্যবস্থা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অ-সামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করলেও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য এটি অনুমোদন করতে পারে। তবে এই শ্রেণি বিভাজনের ভিত্তি যথার্থ ও সুস্পষ্ট হবে। কোনো আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বনাম আনোয়ার আলি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইন ১৯৫০-এর ৫(১) নং ধারাটিকে বাতিল করে দেয়।

(১) **যুক্তিসংগত শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তি: বিচারের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয়।:**- (১) প্রথমত, আয়ের (income) ভিত্তিতে শ্রেণি-বিভাজন করা যেতে পারে। সরকার ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর ধার্য করতে পারে, কিন্তু যাঁরা কম আয় করেন তাঁদের কোনো কর দিতে হয় না। আবার যাঁদের উপর কর ধার্য করা হয় তাঁদের সকলকে সমহারে কর দিতে হয় না। সরকার আয়ের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন করের হার নির্ধারণ করতে পারে।

(২) **দ্বিতীয়ত, অপরাধের ভিত্তিতে:**- অনেক সময় শ্রেণিবিভাজন করা হয়। সরকার কোনো বয়স-ধরনের পুনর্বিন্যাস করলেও সং-শ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ কর প্রয়োজন থাকে সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) **তৃতীয়ত, কখনো-কখনো ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক:** শ্রেণী বিভাজন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সরকার মরু-পার্বত্য এলাকায় স্কুল বিভাগ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৫ নং উত্তর:- সাম্যের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৪ নং অনুচ্ছেদ ছাড়া সংবিধানে আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। ১৫(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ জন্মস্থান, স্ত্রী করবেন না।

আবার এই সমস্ত কারণের জন্য নাগরিকদের সাধারণ দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত নলকূপ, জলাশয়, স্নানের ঘাট, পথ বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশের ওপর কোনো শর্ত বা বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না ১৫(২) তবে সংবিধানের ১৫(৩) এবং(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে স্ত্রীলোক, শিশু পিছিয়েপড়া অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তাহলে ঐ ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

10

— ০ —

Saltora Netaji Centenary College

AFFILIATED TO BANKURA UNIVERSITY

INTERNAL ASSESSMENT,2022-2023

Name : RAHUL KUMBHAKAR

Roll No- 500

UID No- 21191208021

Semester- IV

Sub: Political Science (Prog. SEC)

Course Title: Democratic Awareness With Legal Literacy

Couse Code : APPLS-405/SEC-2

Teacher's Signature ....

প্রকল্পের নাম :

ভারতে নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করণের জন্য প্রচলিত আইন ব্যবস্থা

সূচীপত্র

১. মৌলিক অধিকারঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

২. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ

ক) সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা)

খ) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা)

গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা)

ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ নং ধারা)

ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (২৯-৩০ নং ধারা)

চ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২ নং ধারা)

(৭)

(প্র) ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করানোর জন্য প্রচলিত আইন ব্যবস্থা।

⇒ **মৌলিক অধিকার** :- মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগসুবিধা বা অধিকারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সকল অধিকার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত এবং সংবিধানে লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকে। তাকে মৌলিক অধিকার বলে। যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৈশিষ্ট্য

মৌলিক অধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হয়। যথা— মৌলিক, সার্বিক এবং একান্তভাবে অপরিহার্য, সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত, রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, বিশেষ সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য, রাষ্ট্র ও সমাজের চোখে তাৎপর্যমন্ডিত ইত্যাদি।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার সমূহ

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে 12 থেকে 35 নং ধারায় মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূল সংবিধানে 7 টি অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু 1978

ভারতে ~~[illegible]~~ 44-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়ার ফলে বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা হয় 6টি। যথা — (a) সাম্যের অধিকার (14-18 নং ধারা) (b) স্বাধীনতার অধিকার (19-22 নং ধারা), (c) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23-24 নং ধারা), (d) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25-28 নং ধারা) (e) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (29-30 নং ধারা), (f) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (32 ও 226 নং ধারা)।

সাম্যের অধিকার

সাম্য বলতে বোঝায় ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকে তার আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগসুবিধা প্রদান। সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় সাম্যের অধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে। এগুলি হল— আইনের চোখে সমতা এবং আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার (14 নং ধারা), জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমানাধিকার (15 নং ধারা), সরকারি চাকুরিতে সকলের সমানাধিকার (16 নং ধারা), অস্পৃশ্যতা বর্জন (17 নং ধারা), উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ (18 নং ধারা), তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

স্বাধীনতা অধিকার

স্বাধীনতা হল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ। ভারতীয় সংবিধানের 19 থেকে 22 নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। 19 (1) নং ধারায় 6 প্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যথা— (a) বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (b) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার (c) সমিতি

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার বিষয় গুরুত্ব সংবিধানের 23 এবং 24 নং ধারায় এর উল্লেখ আছে। এগুলি হল মানুষ ক্রয়বিক্রয় ও খাটানো নিষিদ্ধকরণ (23 নং ধারা), 14 বছরের কমবয়স্ক শিশুদের নিয়োগ দান বর্জিত করাতে হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের 23 থেকে 28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি হল — ধর্মাচরণের অধিকার (25 নং ধারা), ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার (26 নং ধারা), ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কর আদায় নিষিদ্ধকরণ (27 নং ধারা) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধকরণ (28 নং ধারা) (যেমন — জনস্বার্থ, জনশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের 29 ও 30 নং ধারায় সংস্কৃত ও শিক্ষাগত অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 29 নং ধারায় স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং 30 নং ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সংবিধানের 32 ও 226 নং ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 32 নং ধারা অনুসারে সুপ্রীমকোর্ট এবং 226 নং ধারা অনুসারে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য পাঁচ ধরনের লেখ জারি করতে পারে। যেমন, সামরিক বাহিনীর সদস্য, আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য, পুলিশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট প্রয়োজনীয় সংকোচ প্রয়োগ করতে পারে।

মৌলিক অধিকার

- সাম্যের অধিকার (12-18 নং ধারা)
- স্বাধীনতার অধিকার (19-22 নং ধারা)
- শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23-24 নং ধারা)
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25-28 নং ধারা)
- শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার (29-30 নং ধারা)
- সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (32 ও 226 নং ধারা)

৪

Saltora Netaji Centenary College

AFFILIATED TO BANKURA UNIVERSITY

INTERNAL ASSESSMENT,2022-2023

Name : NANDALAL MONDAL

Roll No- 551

UID No- 21191208017

Semester- IV

Sub: Political Science (Prog. SEC)

Course Title: Democratic Awareness With Legal Literacy

Couse Code : APPLS-405/SEC-2

Teacher's Signature ....

প্রকল্পের নাম :

ভারতে নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করণের জন্য প্রচলিত আইন ব্যবস্থা

সূচীপত্র

১. মৌলিক অধিকারঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

২. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহ

ক) সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা)

খ) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা)

গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা)

ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ নং ধারা)

ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (২৯-৩০ নং ধারা)

চ) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২ নং ধারা)

ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করনের জন্য প্রচলিত আইনী ব্যবস্থা।

ইতিমধ্যে মৌলিক অধিকার ও গনতান্ত্রিক অধিকারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে পরিচ্ছেদ III (Part III)-এর অন্তর্গত অনুচ্ছেদ 12 - 35 (Article 12 - 35) বর্নিত হয়েছে মৌলিক অধিকার নির্দেশ করার উদ্দেশ্য। মৌলিক অধিকার নির্দেশ করার উদ্দেশ্য। মৌলিক অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। সংবিধান প্রণয়ন করার সময়ই তা স্বীকৃত। এগুলি আলাদা আইন প্রণয়নের দরকার হয়না।

পরিচ্ছেদ III (Part III)

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)
ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার মূলত ৬টি।

- সমতার অধিকার (Right to equality)
- স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)
- শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Explaitation)
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)
- সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার (Cultural and Educational)
- সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional)

1.2.1. সমতার অধিকার (Right to equality)

অনুচ্ছেদ (Article) 14 - 18: এই অনুচ্ছেদে সমতার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরন আছে।

অনুচ্ছেদ (Article) 14: আইনের চোখে এবং আইনি সুরক্ষা দানের ক্ষেত্রে কোনো নাগরিকের সমতা অস্বীকার করা যাবেনা অর্থাৎ আইনের চোখে এবং আইনি সুরক্ষা (Legal Protection) দান ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকলেই সমান, এই অধিকার অস্বীকার করা যাবেনা।

অনুচ্ছেদ (Article) 15: এই অনুচ্ছেদে বৈষম্যের (Discrimination) কথা নিষিদ্ধ এবং তাহার কথা বলা হয়েছে।

15 (1): কোনো ভারতীয় নাগরিকের ক্ষেত্রে ধর্ম (Religion), জাতি (Race), জাত (Caste), লিঙ্গ (Sex) এবং জন্মস্থানের (Place of birth) ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না।

15 (২): ধর্ম, জাতি, জাত, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বা অজুহাতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো নাগরিকের ওপর কোন অযোগ্যতা বা কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না।

(a) দোকান - বাজার, সর্বজন ভোজনালয়; আমোদ - প্রমোদের স্থান।

(b) কূপ, পুকুর, স্নানের ঘাট, রাস্তা এবং সে সমস্ত স্থান জনসাধারণের অর্থে (Public fund), আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সেইসব স্থান।

15 (3): রাষ্ট্র মেয়েদের ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে।

15 (4): অনুচ্ছেদ 29 (২) থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে (1951 খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের প্রথম সংশোধনের মাধ্যমে এই ধারাটি যুক্ত হয়।)

15 (5): অনুচ্ছেদ 19 (1) g থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত অথবা সাহায্যহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং শিক্ষায় পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে পারবে (93rd Ammendment, 2005)।

অনুচ্ছেদ (Article) 16 : এখানে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এবং আরও কয়েকটি উপ - অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে Article 15 - তে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবেনা।

16 (4A) এবং 16 (5) - এ বলা হয়েছে দুর্বল শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের কথা।

অনুচ্ছেদ (Article) 17 : অস্পৃশ্যতা নির্মূল করতে হবে এবং অস্পৃশ্যতা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সুতরাং ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার, শিক্ষা ও সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ (Equal opportunities) নিশ্চিত করা হয়েছে মৌলিক অধিকার মাধ্যমে। তবে নারী, শিশু এবং দুর্বল শ্রেণীর জন্য শুধুমাত্র সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেননি সংবিধান প্রণেতাগণ। বিশেষ সংরক্ষণ ও বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই সুযোগ যাতে তাদের কাছে পৌঁছোয় তার সংস্থানও রাখা হয়েছে। অন্যান্যের একটি প্রাচীন বর্ণ প্রথাজাত অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

1.2.2 স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে 19 থেকে 22 অনুচ্ছেদ (Article) - এ।

19 (1) : ভারতীয় নাগরিকদের যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে তা হল,

ⓐ বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

ⓑ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সমবেতের স্বাধীনতা।

(৩) সমিতি ও ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনতা।

(৪) ভারত রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।

(৫) ভারতের যে-কোনো অংশে বসবাস করা এবং স্থায়ীভাবে বসবাস নির্মাণের স্বাধীনতা।

(৬) কোনো সাম্প্রদায়িক উপাধিকে চিহ্ন অথবা পরিচয়ের অথবা রাজনৈতিক পরিচয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

(৭) ভারতে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির যে-কোনো পেশা, বৃত্তি, ব্যবসাবাণিজ্য অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করার অধিকার আছে। অর্থাৎ জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবে যে-কোনো নাগরিক ভোগ করতে পারবে।

19(2): উপরোক্ত অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শোভনতা, নৈতিকতার পরিপন্থী, মানহানিকর, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট ক্ষতিকর, আদালত অবমাননাকর কিংবা দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী এরকম কোনো বাক্‌স্বাধীনতা বা পেশা অবলম্বন করা যাবে না।

19(3): জনজীবনে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা অন্য জাতি ও উপজাতির অধিকার বিরোধী কার্যকলাপের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারে দেওয়া হয়নি।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সারকথা আছে 19নং অনুচ্ছেদে। নিরাপত্তা, শোভনতা, নৈতিকতা বিঘ্নিত না করে, অন্যের মানহানি এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট না করে, দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে বাক্‌স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমিতি ও ইউনিয়ন গঠন, শান্তিপূর্ণ সভা, দেশের যে-কোনো অংশে চলাফেরা, বসবাস করা ও বৃত্তি নির্বাচন করার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে ভারতের নাগরিকদের

20: এই অনুচ্ছেদে ভারতীয় নাগরিকদের দুটি আইনি সুরক্ষা অধিকার হিসেবে দেওয়া হয়েছে -

1. একই অপরাধে অথবা অভিযোগে কোনো ব্যক্তিকে দুবার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

2. কোনো অভিযুক্তকে দিয়ে জোর করে তার নিজের বিরুদ্ধে কিছু বলানো যাবে না, অর্থাৎ জোর করে অভিযুক্তকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করানো বা নিজের কৃত অপরাধের প্রমাণ ইচ্ছামতো বলানো বা লেখানো যাবেনা।

21: এই অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তি তথা স্বাধীনতা (Life and liberty) সুরক্ষিত রাখার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

22(1) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি ও আটক থাকার বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নাগরিকরা পাবেন।

1.2.3. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার অনুচ্ছেদ 23-24
(Right Against Exploitation : Articles 23-24)

23(1): মনুষ্যোচিত জীবনযাপনের অধিকার সমস্ত নাগরিকের আছে। কোনো ব্যক্তিকে জোর করে এমন কোনো শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না যা অমানবিক। এমন ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে অর্থোপার্জন করতে বাধ্য করা যাবেনা। এই ধরনের শ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

(2): মানবিক বৃত্তির প্রশ্নে নারী - পুরুষ, শিশু ও সাবালক, ধর্ম, জাতি ইত্যাদির কোনো বৈষম্য করা যাবেনা।

24: উপরোক্ত অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে 14 বছর বয়সের কোনো বালক বা বালিকাকে কলকারখানায় নিয়োগ করা যাবে না।

1.2.4. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার : অনুচ্ছেদ 25-28
(Right to Freedom of Religion : Articles 25-28)

25(1): প্রত্যেকের বিবেক অনুযায়ী কাজ করার মৌলিক অধিকার, পেশা অবলম্বন করার অধিকার এবং নিজ নিজ ধর্মের প্রচারের অধিকারও মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত।

25(2) (a): ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিয়ম তৈরি করার অধিকার থাকবে।
(b): হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত থাকবে। এর মধ্যে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও অন্তর্ভুক্ত।
26: ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা প্রত্যেকের থাকবে।
27: ধর্মীয় উন্নয়নের জন্য অর্থদান করার স্বাধীনতা থাকবে।
28: কোনো সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না।
তবে কোনো ধর্মীয় অছি পরিষদ (Trust) পরিচালিত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংগঠন করা, ধর্মশিক্ষা দেওয়া, পূজানুষ্ঠান করার স্বাধীনতা থাকবে।

1.2.5 সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার অনুচ্ছেদ 29-31
(Cultural and Educational Right Articles 29-31)

29(1): যাদের নিজস্ব ভাষা (District language), লিপিমালা এবং কৃষ্টি আছে তাদের তা পুনি সংরক্ষণ করার অধিকার থাকবে।
(2): ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও ভাষার অজুহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার অথবা অস্বীকার করা যাবে না।
30(1): সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।
31: এই উদ্দেশ্যে তারা সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারবে।

1.2.6 সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারের 32-35
(Right to Constitutional Remedies: Articles 32-35)

এই অনুচ্ছেদগুলিতে তৃতীয়ভাগের (Part III) প্রদত্ত অধিকার-ক্ষেত্রের প্রতিকার এবং তার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সারসংক্ষেপ (overview of the provisions of Fundamental Rights in Constitution)

ভারতীয় সংবিধানের পরিচ্ছেদ (Part) III তে 14 নং থেকে 35নং অনুচ্ছেদগুলিতে মৌলিক অধিকারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৌলিক অধিকারসমূহের মোট ছয়টি শিরোনামের অধীনে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

1. সমতার অধিকার (Right to Equality)
2. স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)
3. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right againest Explo-itation)
4. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)
5. সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (Cultural and Edu-cational Rights)
6. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitu-tional Remedies)

সমতার অধিকার (Right to Equality)

- আইনের চোখে বা আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার অস্বীকার করা যাবেনা।
- ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবেনা।
- উপরোক্ত বিষয়গুলির অজুহাতে কোনো নাগরিককে রাস্তাঘাট, জলাশয় এবং সরকারি অর্থে রক্ষণাবেক্ষন করা হয় এরকম কোনো কিছু ব্যবহারে বাধা দেওয়া যাবে না।
- নারী, শিশু তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সরকার কোনো সুরক্ষামূলক বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারবে।

অনুন্নতদের শিক্ষায় সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারবে।

- সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না কিন্তু দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে।
- অস্পৃশ্যতা দূর করে অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমস্ত নাগরিকের আছে।
- অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমবেত হওয়ার অধিকার আছে।
- সমিতি ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার আছে।
- স্বাধীনভাবে যে কোনো স্থানে যাওয়ার এবং ঘোরাফেরা করার অধিকার আছে।
- যে-কোনো স্থানে বসবাস করার অধিকার আছে।
- যে কোনো পেশা, বৃত্তি অবলম্বন, ব্যবসাবাণিজ্য করে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে।
- সরকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্বলশ্রেণির সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে।
- একই অপরাধে দুইবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। কাউকে জোর করে অপরাধ স্বীকার করানো যাবে না।
- 6-14 বছর বয়সি সমস্ত বালক-বালিকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার আছে।
- জীবন ও জীবিকার অধিকার নাগরিকের আছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি ও আটক থাকার বিরুদ্ধে সুরক্ষার অধিকার আছে। নিরাপত্তা, শালীনতা, নৈতিকতা বিরোধী, অপমানকর, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এরকম ক্ষেত্রে বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হবে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

- জোর করে কোনো পেশা অবলম্বন করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবেনা।
- নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।
- 14 বছরের নীচে কাউকে কল-কারখানায় নিয়োগ করা যাবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

- প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা প্রভৃতির জন্য নিয়ম তৈরির অধিকার থাকবে।
- হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সহ হিন্দু শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোনো শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার (cultural and Educational Rights)

- নিজস্ব ভাষা, লিপি সাহিত্যের সমস্ত কৃষ্টির সংরক্ষণের অধিকার থাকবে।
- সমস্ত ধর্ম, জাতি বর্ণ ও ভাষাভাষীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অধিকার থাকবে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

- সমস্ত নাগরিকের উপরোক্ত অধিকার সম্মূহের ভোগ করার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ~~উপায়~~ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার থাকবে

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধের সময় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের চিন্তা করা হয়নি। প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম, সম্প্রদায় জাতি, বর্ণ, ভাষা

সংবিধানে অধিকার ও সুরক্ষার কথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ সত্ত্বেও পরবর্তীকালে নানা উদ্ভূত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, বিশেষত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নতুন যেসমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে তদনুযায়ী অনেকবার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। কালক্রমে সংবিধানের প্রতি কিছুটা উদাসীন মনোভাব জনগণের মধ্যে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়ায় এখনও ভারতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে উঠেনি বা গড়ে তোলা হয়নি। সেই কারণে একথা বলা কঠিন যে সমস্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৭

INTERNAL ASSIGNMENT-2023

SALTORA, BANKURA, WB, PIN-722158

COURSE TITAL : POLITICAL THEORY: CONCEPTS & DEBATES

Course Code : AH/PLS/202/C-4

Course Id : 20802

NAME : ANGSHUMAN PARAMANIK

ROLL NO. : 686

STUDENT ID : 1192200176

Univ No. : 22191208001

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

SEMESTER: II

ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় জাতপাত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছে তার উপর আলোকপাত করা।

- ভারতের নির্বাচনী আচরণ:

যে কোনো দেশের নির্বাচনী আচরণকে বিচার-বিশ্লেষণ করা একটি কঠিন ব্যাপার। কারণ ভোটদাতারা কিভাবে তাঁদের নির্বাচনী আচরণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কোনো কোনো বিষয় তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তা বলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রকৃত পক্ষে এক্ষেত্রে অনেকগুলি উপাদান কাজ করে এবং তাঁদের ঠিক মতো তুলে ধরা একটি কঠিন কাজ। তাও আবার ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে অনেক বিষয়ই অন্যান্য দেশের সঙ্গে মেলে না— যেমন বিপুল সংখ্যক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাধুসন্তদের ধর্মীয় প্রভাব, ইমাম-মোল্লাদের ফতোয়া, জ্যোতিষ-গণৎকারদের পূর্বাভাস, প্রচারে চিত্রতারকাদের উপস্থিতি, কাটআউট, রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা নানান রকম সমীক্ষা ভোটের আগে ও পরে, দেওয়াল লিখন রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ, রাজনৈতিক হিংসা, বিজয় মিছিল; আবির খেলা ইত্যাদি। বস্তুত নির্বাচনকে ঘিরে এত উত্তেজনা ও জোয়ার বয় এত উৎসব ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটা আলাদা মাত্রা জুগিয়েছে। নির্বাচকরা এখানে কেবল বৃহত্তর জাতির স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন না। জাতি, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থ, রাষ্ট্রনেতার ভাবমূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এখানকার ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপন করা হল।

১. ধর্মীয় প্রভাব: ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তৎসত্ত্বেও এখানকার নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে-

সমাজের নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(২). জাতপাত : ভারতবর্ষে নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতা লাভের আগে জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি সাধারণভাবে একে অপরের থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। স্বাধীন ভারতের সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বসাধারণের হাতে এসেছে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস এম. (M.s.srinivas) তাঁর Caste in Modern India গ্রন্থে বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা যে হারে জনসাধারণের হাতে এসেছে, সেই অনুপাতে জাতপাতের রাজনীতিকরণ ঘটেছে। ভারতের নাগরিকদের বিপুল অংশ পশ্চাদপদ জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। এর আগে পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরা তেমন কিছু গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু যেদিন থেকে এদের হাতে ভোটাধিকার এল সেদিন থেকেই রাজনীতিতে এদের গুরুত্ব বেড়ে গেল। কারণ নির্বাচনী লড়াইয়ের জয়লাভ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে এই শ্রেণির মানুষদের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে নিম্নজাতিভুক্ত ভোটাররা কোনো দলের অনুগ্রহপ্রার্থী নয়; বরং রাজনৈতিক দলগুলিই তাদের অনুগ্রহপ্রার্থীতে পরিণত হল। ক্ষমতার উৎস পরিবর্তিত হল। দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচারকার্য, জাতিভিত্তিক দলগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতপাত ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক যোগাযোগ ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। এর বিস্তার ও নির্বাচনী আইনে জাতের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত হওয়ার ফলে

রাজনীতির অঙ্গে জাতপাত প্রথম থেকেই জড়িয়ে আছে। অনেক
সময় নির্বাচনী এলাকাই দুটি জাতের মধ্যে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ
হিমাচলে ও উত্তরাখণ্ডে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জাট, রাজপুত, ঠাকুর,
ভূমিহার, যাদব প্রভৃতি জাতগুলির সংগঠিত রূপ দলগুলি
নির্বাচনে প্রার্থীরা সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এই রকম ভাবে
তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালায় জাতভিত্তিক রাজনীতি
গড়ে উঠেছে।

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

AFFILIATED TO BANKURA UNIVERSITY

SESSION : 2022-23

INTERNAL ASSESSMENT

NAME – JOY MONDAL

ROLL NO – 152

SUB: POL-SCIENCE (HONOURS)

COURSE TITLE – DEMOCRATIC AWARENESS WITH LEGAL LITERACY

COURSE CODE : AHPLS-405/SEC-2

ঙ) ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার এবং সেগুলি বলবৎ করনের জন্য প্রচলিত আইন ব্যবস্থা ।

⇒ মূল ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২-৩৫ নং ধারাগুলিতে ৭ প্রকার মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। যথা – ১) সাম্যের অধিকার ২) স্বাধীনতার অধিকার ৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার ৬) সম্পত্তির অধিকার ৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ।

* ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দিয়ে একটি সাধারণ অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ৬ প্রকার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

*সাম্যের অধিকার : যে সমস্ত আদর্শের উপর ভিত্তি করে মানবজাতির সমান মর্যাদা নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে সেগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সাম্যের অধিকার ।

* ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকার :

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার অধিকার মানুষের অন্যতম অধিকার।

মূল সংবিধানের ১৯ নং স্বাধীনতার অধিকারগুলি হল — ১) বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার ২) শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ৩) সমিতি বা সমবায় সমিতি গঠন করার অধিকার ৪) ভারতের যেকোনো স্থানে বসবাস করার অধিকার ৫) স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ও ৬) বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার

* শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার: সংবিধানের ২৩ নং (১) অনুচ্ছেদে মানুষ ক্রয় বিক্রয়, বেগার খাটানো দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো কারখানা, খনি বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাবে না। এই অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কারখানা সংক্রান্ত আইন (১৯৪৮), খনি সংক্রান্ত আইন (১৯৫২) শিশুশ্রমিক আইন (১৯৮৬) প্রভৃতি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে

* ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার: ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ নং এই চারটি ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

10

* শিক্ষাবিষয়ক অধিকার: ভারতীয় সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষাবিষয়ক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৯(২) নং ধারায় বলা হয়েছে সরকারের দ্বারা বা সরকারের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত কোনো শিক্ষায়তনে কোনো ব্যক্তিকে জাতিধর্মের জন্য বঞ্চিত করা যাবে না।

* শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার: মৌলিক অধিকার কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ হলে নাগরিকেরা সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের কাছে এবং ২২৬ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট ইত্যাদি লেখ জারি করতে পারে যেমন- ১) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, ২) পরমাদেশ ৩) প্রতিষেধ ৪) অধিকার পৃচ্ছা ৫) উৎপ্রেষণ